নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাছুলিহিল কারীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিয়া পরিচিতি

ফির্কা সৃষ্টির ভবিষৎদ্বাণী ঃ (হাদীস)- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমার উম্মত অচিরেই তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যাবে- তন্মধ্যে একটি ছাড়া বাকী বাহাত্তরটি জাহান্নামী হয়ে যাবে"। উক্ত বাহাত্তরের মধ্যে শিয়া ফির্কা একটি। শিয়া ফির্কা পূনঃ ৬৩টি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

ফির্কা সৃষ্টির ইতিকথা

ভূমিকা ঃ ইসলামে বিভিন্ন ফির্কার সৃষ্টি হয় খিলাফতে রাশেদা যুগের শেষের দিকে। ত্রিশ বৎসর খিলাফতকালের মধ্যে প্রথম পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোন ফির্কার অস্তিত্ব ছিলনা। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু শহীদ হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও অনৈক্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। হযরত ওসমান (রাঃ)- এর ১২ বৎসর খিলাফতের শেষ ছয় বৎসরে জনৈক ইয়াহুদী গুপ্তচর মুসলমান সেজে হযরত ওসমান (রাঃ)- এর খিলাফতের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানী দিতে থাকে। তার নাম আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সাবা। তার দেশ ইয়েমেনে। সানা শহরে ছিল তার আবাসভূমি। ইসলামী রাষ্ট্র তখন আরব ভূখন্ড ছেড়ে আফ্রিকা, ইউরোপের সাইপ্রাস, এশিয়া মহাদেশের পারশ্য, এশিয়া মাইনর ও চীন সীমান্ত পর্যন্ত এবং দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরবের চেয়ে অনারব মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশী। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মিশর, ইয়েমেন, কুফা, বসরা, খোরাসান- প্রভুতি অঞ্চলে ব্যাপক সফর করে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে হযরত ওসমানের খিলাফতের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। শুরু হয় ভূল বুঝাবুঝির। মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে বিদ্রোহ। এভাবে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার প্রথম পরিকল্পনা সফল হলো। দুর্বল চিত্তের মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রথম বীজ এভাবেই বপন করতে সক্ষম হলো ইয়াহুদী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। কিন্তু সে রইলো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যেমনটি ঘটছে বর্তমানে-ইহুদী নাসারা ষড়যন্ত্রের বেলায়। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর খলিফা নিযুক্ত হন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) -এর ক্ষমতা সুসংহত হওয়ার পূর্বেই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতের বিচার অনুষ্ঠানের দাবী তোলা হয় এবং উক্ত বিচার হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি আনুগত্য স্বীকারের পূর্বশর্ত

www.sunnibarta.com

হিসাবে আরোপ করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এ দাবীর পেছনে ইন্ধন জোগাতে শুরু করলো। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে মুনাফিকী চাল এঁটে সে হযরত আলী (রাঃ)-এর আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করলো। এ অবস্থায় ঘটে গেল দুঃখজনক দুটি ঘটনা। একটি হলো- জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি হলো জঙ্গে সিফ্ফিন বা সিফ্ফীনের যুদ্ধ। প্রথমটির নেতৃত্ব দেন মা আয়েশা (রাঃ) এবং দ্বিতীয়টির নেতৃত্ব দেন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)। এই দুই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুই বাতিল ফির্কার সূচনা হলো। একটির নাম "শিয়া ফির্কা"; দ্বিতীয়টির নাম "খারিজী ফির্কা"। শিয়া ফির্কা হযরত আলীর পক্ষে এবং খারেজীরা বিপক্ষে। তারা এমন সব জঘন্য আক্বীদার সৃষ্টি করলো- যার কোন ভিত্তি ইসলামে খুঁজে পাওয়া যায় না। খারিজী ফির্কার প্রথম প্রতারণামূলক শ্লোগান ছিল পবিত্র কুরআনের একটি পবিত্র বাণী- "ইনিল হুক্মু ইল্লা লিল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুমত ছাড়া অন্য কোন হুকুমত আমরা মানিনা"।

আল্লাহর কালামের মনগড়া ব্যাখ্যা করে খারিজীরা হযরত আলীর (রাঃ) খিলাফতকে অস্বীকার করে বস্লো। এই খারিজী দল যুগে যুগে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু ফিত্না সৃষ্টি করেছে। এই দলেই পয়দা হয়েছে ইবনে তাইমিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী (শামী, তারিখে নজদ ও হিজায)। বর্তমানকালে আবুল আ'লা মউদুদীকেও নব্য খারিজী ফির্কা বলে অভিহিত করেছেন দেওবন্দী উলামাগণ সহ সর্বস্তরের উলামা মাশায়িখগণ। এর বিস্তারিত বিবরণ শর্ষিনা থেকে প্রকাশিত "মউদুদী জামাতের স্বরূপ" (১৯৬৬ইং) পুস্তকে দেখা যেতে পারে।

শিয়া ফির্কা প্রথম দিকে কেবলমাত্র হযরত আলীর (রাঃ) স্বপক্ষের লোকদেরকেই বলা হতো। তাঁদেরকে বলা হতো শিয়া মুখলিসীন। এদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামগণও ছিলেন। তাঁদের কোন পৃথক আক্বীদা ছিল না। পরবর্তীতে হযরত আলীর (রাঃ) যামানাতেই শিয়াদের আর একটি শাখার সৃষ্টি হলো। এদেরকে বলা হতো তাফদীলিয়া শিয়া বা অন্য সাহাবীগণের উপর হযরত আলীর (রাঃ) শ্রেষ্ঠত্ব আরোপকারী শিয়া। এরপর সৃষ্টি হলো তৃতীয় শিয়া ফির্কা। এদের নাম হলো "ছাব্বাইয়া" ও "তাবার্রাইয়া" -যারা অন্য সাহাবীগণকে গালিগালাজ করতো। এই দলের নেতা সেজে বসলো ইহুদী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। এরপর সৃষ্টি হলো শিয়াদের চতুর্থ ফির্কা "ঘালী শিয়া" বা চরমপন্থী শিয়া।

এই ঘালী বা চরমপন্থী শিয়া পরবর্তীতে ৬৩ টি শাখা উপ-শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ইমামিয়া, ইস্মাঈলীয়া, ইস্না আশারিয়া ও কারামাতা শিয়াগণই বেশী পরিচিত ও জঘন্য আকিদায় বিশ্বাসী।

(সূত্র ঃ আল-মিন্হাতুল ইলাহিয়া-তালখিছু তারজামাতুত তুহফাতিল ইস্না আশারিয়া-কৃত আল্লামা সাইয়্যিদ মাহ্মুদ শিকরী ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ হুসাইনী আলূসী বাগদাদী ইবনে সাইয়্যিদ মাহ্মুদ আলূসী বাগদাদী, প্রণেতা-তাফসীরে রুহুল মাআনী। আল- মিনহাতুল ইলাহিয়া আরবী গ্রন্থটি অবলম্বন করেই শিয়া পরিচিতি রচনা করা হলো। (মূল কিতাব হলো "তোহ্ফায়ে ইস্না আশারিয়া")।

www.sunnibarta.com